বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচিতি

"বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ'' সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্বশাসিত একটি সংস্থা। সামাজিক সমস্যা নিরসনে ও সমাজকল্যাণ কর্মকান্ডে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও সংগঠনকে উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি রেজুলিউশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে একই উদ্দেশ্যে সরকার একটি রেজুলিশনের মাধ্যমে "বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ" গঠন করে। পরবর্তীতে এ রেজুলিউশন কয়েকবার পরিবর্তিত হয়ে সর্বশেষ ২৫ জানুয়ারী ২০০৩ তারিখে সংশোধিত রেজুলিউশনের মাধ্যমে বর্তমান পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৮২ জন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি। মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) যথাক্রমে পরিষদের সহ-সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ । পরিষদের সিদ্ধান্ড় ও কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে, যার সভাপতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব। পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন পরিষদের নির্বাহী সচিব। পরিষদের লক্ষ্য ও কর্মসূচী বাস্ড়বায়নে দেশের সকল জেলায় "জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ" এবং উপজেলায় "উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ" রয়েছে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি জেলা প্রশাসক ও সদস্য-সচিব উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সদস্য-সচিব উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যাবলী ঃ

(ক) অসরকারী খাতে সমাজের কল্যাণে কাজ করিতেছে এমন সংগঠন বা ব্যক্তি বিশেষকে সর্বপ্রকার সাহায্য, সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান ;

(খ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা, উৎসাহ প্রদান এবং সংগঠন সৃজন ;

(গ) সরকারী ও অসরকারী ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ সংক্রান্ড় কর্মসূচীর উন্নয়নের জন্য পরামর্শমূলক কাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন ;

(ঘ) শহর ও গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান ;

(ঙ) বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার জরীপ এবং এই জরীপের তথ্যাদি সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা ;

(চ) সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও কর্মকান্ড মূল্যায়ণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন ;

(ছ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সহায়ক অনুদানের জন্য জাতীয় কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন ও পরিচালনাকরণ ;

(জ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্তভাবে সহায়তা করা ঃ

(১) সহায়ক অনুদান কর্মসূচী উপস্থাপন ;

(২) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য পরামর্শমূলক কাজের মাধ্যমে অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান ;

(ঝ) সমাজকল্যাণ কর্মসূচীর বাস্ড়বায়ন, প্রকল্প প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণে সরকারকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ;

(ঞ) বর্তমানে গ্রাম ও নগরের সামাজিক প্রয়োজনীয়তার আলোকে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য সরকারী ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নতুন কর্মসূচী গ্রহণ, বিস্ড়র ও পরিবর্তনে সরকারকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ;

(ট) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের সাথে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধনে সহায়তা প্রদান ;

(ঠ) সমাজকল্যাণ কর্মসূচী ও সম্পদের উন্নয়ন বিষয়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সমাজকল্যাণ পরিষদসমূহকে সহায়তা প্রদান ;

(ড) সমাজকল্যাণ বিষয়ক আন্ড়র্জাতিক পরিষদ এবং অন্যান্য জাতীয় পরিষদের সাথে সমাজকল্যাণ পরিষদের সংযোগ রক্ষা এবং দেশের স্বার্থ সংশি□ষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী ও কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ;

(ঢ) সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ;

(ণ) সরকারের অনুমোদনক্রমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক অন্য যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন ; এবং

(ত) পরিষদের সকল আয়-ব্যয় অনুমোদনকরণ।